হাফেজ মুমিন খান উসমানি রচিত ‘ইশকে নববি কে ঈমান আফরোজ ওয়াকিয়াত’
অবলম্বনে

রাসুলের ﷺ প্রতি ভালোবাসা

মাওলানা সাজ্জাদ হুসাইন

ইহদা
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রবেশিকা	১১
শূন্যে হারায় যে দৃষ্টি	১৫
জান্নাত ভি লাগে আধুরা	১৮
ভালোবাসা যেমন হয়	২০
সুখের সাথি, দুঃখের সাথি	২২
কেমন আছেন আমার প্রিয় রাসুল	২৫
আবু বকর, আপনাকে বড্ড ঈর্ষা হয়!	৩০
এমন করে কে ভেবেছে কবে	৩৩
ভালোবাসার জন্য আপনি কী কী করতে পারেন	৩৫
প্রথম ভালোবাসা, শেষ ভালোবাসা	৩৭
আল্লাহর রাসুল কি সত্যিই আর নেই?	৪০
কবিতার সেই চরণটি	৪৩
দিলকাশ আফসানা	৪৬
ইনসাফ	৪৯
আর কীভাবে বোঝাই ভালোবাসি!	৫২
হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল	৫৬
জীবন যায়, যাক-না!	৫৮

প্রিয়তম নবিজির মসজিদ ৬১
মদিনা ছেড়ে কীভাবে যাই ৬৩
গায়রত কাকে বলে ৬৫
অনুভূতির তরজমা ৬৭
পায়ে পায়ে চলি ৬৯
যে দারিদ্র্য জীবনের চেয়ে প্রিয় ৭১
জীবন-সীমানার আবে হায়াত ৭৪
এভাবেও ভালোবাসা যায়? ৭৭
যে কণ্ঠ শান্ত নদীর চেয়ে শান্ত ৮১
যে ঘর জান্নাতের মতো দামি ৮৪
যে রাতে আঁকা হয়েছিল ভালোবাসা ৮৭
যেখানে আকাশ নামে শহিদের সম্মানে ৯০
সম্মানের অভূতপূর্ব নিদর্শন ৯৪
এমন মুহাব্বত দেখেনি কেউ ৯৬
যে রক্তে বোনা হয়েছিল সাহসিকতার বীজ ৯৮
ভাষাহীন অনুভূতি ১০১
জান কুরবান ১০৪
যে উপাখ্যান শুধুই ভালোবাসার ১০৬
যে চুমুতে ধন্য জীবন ১০৯
সৌভাগ্যের শুকতারা ১১১
যে হাসিতে তুচ্ছ হয়ে যায় সকল দুঃখ ১১৩
যে হৃদয় সজ্জিত ভালোবাসার অলংকারে ১১৬
কান্নারা যখন ভাষা হয়ে ওঠে ১১৯
এক স্বপ্নোজ্জ্বল তরুণ ১২২
আল-বিদা... ১২৬
হৃদয়ে রেখেছি হৃদয় ১৩০
দুঃখও যখন হালকা হয়ে যায় ১৩৩
মক্কার ভূমিতে আবু বকর হয়ে উঠেছিলেন যিনি ১৩৫

হৃদয়ের হাহাকার ১৩৮
যখন অশ্রুরা নেমে আসে কবিতা হয়ে ১৪১
যে উচ্চারণ ভেঙে দেয় সকল নিরাপত্তা ১৪৫
ইতিহাসের অগ্রযাত্রা ১৪৭
এ আনুগত্যের তুলনা হয় কি? ১৫২
যে চুল নবিজির পছন্দ নয় ১৫৪
স্বর্ণের আসনও তুচ্ছ যার কাছে! ১৫৭
মুগিরা ইবনে শুবা : এক দৃঢ়পদ সাহাবির গল্প ১৬০
যে বাক্যে লুকোনো ছিল জগতের সকল ব্যথা ১৬৩
বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা অনুতাপের গল্প ১৬৬
ভয় যখন জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে আসে ১৭১
এভাবেও কাউকে অনুসরণ করা যায় ১৭৫
যে স্পর্শ স্বর্ণের চেয়ে দামি ১৭৭
একটি নিভে যাওয়া বাতির উজ্জ্বলতা ১৭৯
জান্নাতি ফুলের মৌমাছি ১৮৫
যে সাহস দেখা যায় না কোনো পুরুষের মাঝেও ১৮৮
যার প্রতি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈর্ষা হয়েছিল ১৯২
যে পথ জান্নাতের, তা যুদ্ধের ময়দান পেরিয়ে গেছে! ১৯৫
আপনার অসন্তুষ্টি হৃদয় পুড়িয়ে দেয় ১৯৭
সতর্কতার সীমানা! ১৯৯
এক সাহাবির আভিজাত্য ২০৩
এক সৌভাগ্যবান গুপ্তচর ২০৭
বিস্ময়কর আত্মমর্যাদাবোধ ২১১
দুই কিশোরের খঞ্জর : ভালোবাসার প্রতিশোধ ২১৫
রাসুলের প্রতি ভালোবাসা ২১৮
যে রক্ত জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেয় ২২২
যে গোলামের নাম কুরআনে এসেছে! ২২৩
এ জীবন রেখে কী লাভ! ২২৭

মৃত্যুমুখেও ভুলিনি আপনার নাম ২৩০
বে-কারার জীবনে রওজার রং ২৩২
ভালোবাসার দুটি পংক্তি ২৩৪
হাদিসের প্রতি ভালোবাসা ২৩৬
সবার আগে যিনি ২৩৮
যে স্পর্শের মূল্য দেওয়া যায় না ২৪০
মৃত্যুও যার কাছে অসহায় ২৪২
যে সাক্ষাতে নেমে আসে ফুলের সংবর্ধনা ২৪৫
যে বীরগাঁথা হাসি ফুটিয়েছিল নবিজির চেহারায়! ২৪৯
ভালোবাসা কি নিঃস্বার্থ হতে পারে? ২৫২
যে চোখের মায়ায় ভুলে গিয়েছি সব প্রেম! ২৫৪
ভালোবাসাও যেখানে হার মেনে যায় ২৫৮
রাসুলের স্মৃতিতে ঝড় ওঠে এ হৃদয়ে ২৬১
ক্ষুধার যন্ত্রণা যখন সুসংবাদ হয়ে ওঠে ২৬৩
আপনার কথা মনে এলে জীবন আর রয় না জীবনে! ২৬৫
কালো মানুষের মর্যাদা ২৬৭
যে ধূলিকণার সৌভাগ্য এ গ্রন্থের লেখকের চেয়েও বেশি! ২৬৯

প্রবেশিকা

যে হৃদয়ে মুহাম্মাদ নেই, সে হৃদয় 'হৃদয়'ই নয়!

ভালোবাসা মানুষের জীবনের নিত্য-সাথি। এমন কোনো মানুষ আপনি খুঁজে পাবেন না, যার হৃদয়ে ভালোবাসা নেই। মানুষ বাঁচে ভালোবাসায়, মরেও ভালোবাসায়। জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসেই মানুষ ভালোবাসা গ্রহণ করে।

মানুষ ভালোবাসে বাবা-মাকে, ভালোবাসে স্ত্রীকে, ভালোবাসে সন্তানকে, ভালোবাসে ভাই-বোনকে। বস্তুত আমাদের জীবনঘনিষ্ঠ প্রতিটি মানুষের ভালোবাসাই আমরা হৃদয়ে পুষে রাখি, যেভাবে ঝিনুক মুক্তোদানা পুষে রাখে পরম যত্নে। কিন্তু এই সব মানুষের ভালোবাসার চেয়েও দামি যে ভালোবাসাটি, তা কিছু 'মানুষ' তুলে রাখে প্রিয়তম হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য।

কোনো নীরব রাতে, তারায় তারায় ভরে থাকা আকাশে, শীতল বাতাসের মৃদু প্রবাহে, কিংবা স্তব্ধ হয়ে থাকা প্রতিবেশে তারা হৃদয়ের গভীরে কান পাতেন! সেখান থেকে একটি নাম নিঃশব্দে উচ্চারিত হয়, চোখ ভিজে ওঠে অকারণে। সে নাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তারা যখন কষ্ট পায়, যখন হৃদয় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যখন মনে হয়, কেউ নেই পাশে, তখন হঠাৎই তাদের মনে পড়ে সেই মানুষটির কথা, যিনি তায়েফের রক্তাক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়েও আশা নিয়ে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, তবে আমি এই কষ্টকে কিছুই মনে করি না!'

এই মহান মানুষটি পুরো জীবন ব্যয় করেছেন আমাদের জন্য। আমাদের জান্নাতের পথ দেখাতে গিয়ে কান্নায় কান্নায় রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। যিনি বারবার বলতেন, 'আমার উম্মত, আমার উম্মত'.... আকাশের নিচে এর চেয়ে বড় মমতা আর কোথাও কি আছে?

আপনার কী মনে হয়, নবি ও উম্মতের এ ভালোবাসা শুধুই আবেগ? শুধুই সাহিত্য-রচনার পাথেয়? শুধুই স্লোগান আর কনফারেন্সের বক্তব্য? না, একেবারেই না। নবিপ্রেমিকরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে ঈমানের অংশ হিসেবে। আমাদের নবি, আমাদের ঈমান, আমাদের

সম্মান। নবিজিকে ভালোবাসা আমাদের ঈমানি পরীক্ষা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

'তোমাদের কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।'[১]

হাদিসটি আরেকবার পড়ুন। মানুষ বাবা-মা ও সন্তানদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। ঈমান আমাদের এ জায়গাটিতেই চ্যালেঞ্জ করছে। এই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার মানুষ যারা, তাদের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে আল্লাহর রাসুলকে। নয়তো আমাদের ঈমান অপূর্ণ। রাসুল আমাদের ঈমানের পূর্ণতা।

অন্য হাদিসে এসেছে,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يكره أَن يلقى فِي النَّار.

'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে—১. তার কাছে আল্লাহ ও তার রাসুল অন্য সবার থেকে প্রিয়তম হবে। ২. সে অন্য কাউকে ভালোবাসবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। ৩. যে কুফর থেকে মুক্তিলাভের পর কুফরিতে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করবে।'[২]

তাই যদি আপনি নিজেকে ঈমানদার দাবি করেন, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতেই হবে। বিকল্প কোনো পথ নেই।

মূলত ভালোবাসা এমনই এক জিনিস, যা আপনার জীবন বদলে দিতে পারে। সাহাবিরা বদলে গিয়েছিলেন কেবল এই ভালোবাসার জন্যই। হজরত সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা ছেড়ে হিজরত করতে গিয়ে সব মাল-সম্পদ কুরাইশদের দিয়ে দিয়েছিলেন। কেন? শুধু যেন রাসুলের পাশে থাকতে পারেন।

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৫

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৬

‘আমি কিছুতেই চাই না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে একটি কাঁটা ফুটুক, আর আমি নিরাপদে থাকি!’—এ চিন্তাধারা সকল সাহাবির হৃদয়ে খোদাই করে আঁকা ছিল। রাসুলের ভালোবাসা ছিল রক্তের মতো, নিঃশ্বাসের মতো, জীবনের মতো! রাসুলকে রক্ষা করতে তারা অনায়াসে এগিয়ে দিয়েছেন নিজের প্রাণ। রক্তাক্ত হয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন! রাসুল-বিদ্বেষী কিংবা শাতেমে রাসুলের গর্দান উড়িয়ে দিয়েছেন ভালোবাসার তরবারি দিয়ে।

অথচ আজ? বড় আফসোসের বিষয় যে, আমরা আধুনিকতার নামে এই ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছি। আশ্চর্যরকমভাবে এই ভালোবাসাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি মুখের কথা কিংবা শুধুই স্লোগানের মধ্যে! তা-ও তো বলা যায়! কিন্তু আমরা অনেকেই এর চেয়েও নিম্নে নেমে গিয়েছি! রাসুলকে ভালোবাসার দাবি করি, অথচ মুখে দাড়ি রাখার সাহস হয়ে ওঠেনি। রাসুলকে ভালোবাসার কথা বলি, সুন্নত পালনের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও করি না। রাসুলকে ভালোবাসার দাবি করি, কিন্তু শাতেমের আস্ফালনে আমার শরীরের একটি পশমও দাঁড়ায় না! এ এক অদ্ভুত ভালোবাসা। ইতিহাস খুঁজেও এমন ভালোবাসার কোনো চিত্র পাওয়া যায় না।

আসুন আজ থেকে শপথ নিই :

- অন্তত একটি সীরাতগ্রন্থ পরিপূর্ণরূপে পাঠ করব।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি আদর্শ বাস্তব জীবনে অনুসরণ করব।
- নবিজির চরিত্র অনুকরণ করে নিজেকে গড়ব।
- বেশি বেশি দুরুদ পাঠ করব।
- শাতেমদের ঘৃণা করব। এই ঘৃণা হাত দিয়ে প্রকাশের ক্ষমতা থাকলে তাই করব। নয়তো মুখের ভাষায় বা লেখনীতে এই ঘৃণা প্রকাশ করব। নয়তো অন্তত পক্ষে হৃদয় থেকে ঘৃণা করব। এর নিম্নের কোনো স্তরে নামব না।

আমাদের এ গ্রন্থটি রাসুলকে ভালোবাসার চিত্র ফুটিয়ে তোলার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এ গ্রন্থে আমরা তুলে এনেছি রাসুলকে ভালোবাসার কিছু হৃদয়গ্রাহী ঘটনা। যেগুলো আপনাকে হাসাবে, কাঁদাবে এবং আপনাকে শেখাবে, রাসুলের প্রতি ভালোবাসা ঠিক কেমন হয়? এ গ্রন্থটি সেই মানুষটিকে ভালোবাসার এক নমুনা, যাকে ভালোবাসলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়। যাকে ভালোবাসলে জান্নাত পাওয়া যায়।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমরা যে কিতাবটি থেকে সাহায্য নিয়েছি, তার নাম 'ইশকে নববি কে ঈমান আফরোজ ওয়াকিয়াত'। উর্দু ভাষায় মূল কিতাবটি লিখেছেন হাফেজ মুমিন খান উসমানি। যিনি নুসরাতুল উলুম গুজরানওয়ালা মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন এবং কিতাবটি প্রকাশের সময়ে (২০০৬ সালে) মানসেহরায় অবস্থিত 'মসজিদে ফারুকে আজম কাঠায়ি'তে কেন্দ্রীয় খতিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কিতাবটি মূলত হায়াতুস সাহাবা, ফাজায়েলে আমাল ও এ জাতীয় বিভিন্ন কিতাব থেকে তুলে আনা নবিপ্রেমের ঘটনাগুলোর স্বাভাবিক সংকলন। আমরা অনুবাদকর্মে যাইনি। আমরা পুরো বই থেকে বেছে বেছে তুলে এনেছি কিছু ঘটনা, তারপর সেগুলোকে সাজিয়েছি মনের মাধুরী দিয়ে, আমাদের প্রিয় মাতৃভাষায়।

ঘটনাগুলো সংকলিত, কিন্তু বইটিতে লেখা প্রতিটি শব্দ আমার নিজের। এর ভেতরে থাকা ব্যর্থ আবেগগুলোও আমার নিজের। আমার মতো নাপাক এক বান্দা জানি না ঠিক কতটা ভালোবাসা দিয়ে লিখতে পেরেছি ঘটনাগুলো! চেষ্টা করেছি, বাকিটা পাঠক, আপনার হাতে। এ গ্রন্থে যেসব ভুল নজরে আসবে, আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ রইল। আমরা সংশোধন করতে সহাস্য বদনে প্রস্তুত।

হে আল্লাহ, আমাদের অন্তর এমন ভালোবাসা দ্বারা পূর্ণ করুন, যা কেবল মুহাম্মাদের ﷺ প্রেমে কাঁদে, তার রাহে চলে, আর তার দীনকেই আঁকড়ে ধরে।

اللَّهُمَّ اجعل حبَّ نبيكِ أحبَّ إلينا من أنفسِنا وآبائنا وأمهاتِنا والدنيا وما فيها.

'হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে আপনার নবির প্রতি এমন ভালোবাসা দান করুন, যা আমাদের নিজেদের চেয়েও, মা-বাবার চেয়েও, দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়েও বেশি প্রিয় হয়।'

সাজ্জাদ হুসাইন

খেজুরবাগ, কেরাণীগঞ্জ।

৮ জুলাই, ২০২৫, মঙ্গলবার।

রাত আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

শূন্যে হারায় যে দৃষ্টি

বদর প্রান্তর। আকাশ থেকে যেন নেমে এসেছে রক্তবৃষ্টি। তরবারির ঝনঝন শব্দ কাঁপিয়ে তুলছে ময়দান। যেন এক তীব্র ভূ-কম্পন। প্রতিটি ঝাঁকুনিতে যার ঝরে পড়ছে রক্ত!

এক দিকে প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনী। অপরদিকে মক্কার কাফের বাহিনী। সংখ্যার তফাতটাও নিছক স্বাভাবিক নয়। মুসলিমরা মাত্র ৩১৩ জন। বিপরীতে কাফেররা প্রায় এক হাজার জন!

কিন্তু ৩১৩-এর সাথে ছিল আল্লাহর নুসরত। আসমানি সাহায্যের ডালায় ভর করে দিনশেষে বিজয় নেমে আসে মুসলিমদের পায়ে। কাফেরদের তিন গুণ বাহিনীও পরাজিত হয় সাহাবিদের ঈমানি শক্তির কাছে। নিহত হয় প্রায় ৭০ জন। বন্দিও হয় সমপরিমাণ সৈন্য।

মোটামুটি সবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে একটি ঘটনা সামনে এল, যা স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমল হৃদয়ে তার প্রভাব নেমে এসেছিল কালো মেঘের মতো।

অন্য বন্দিদের সাথে 'আব্বাস' নামের একজন মানুষও বন্দি হলেন। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, তিনি আমাদের প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাজান হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি এ মহান যুদ্ধে দুর্ভাগ্যবশত কাফেরদের পক্ষে ছিলেন। পরবর্তীকালে ঈমানের নুর তাকে নিয়ে এসেছিল ইসলামের পক্ষে।

যাই হোক, 'আব্বাস'কে বন্দি করে নিয়ে আসা হলো। এরপর এক আনসারি সাহাবি হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করে ফেলার হুমকি দিল। যুদ্ধের অবস্থায় এমন ঘটনা তো স্বাভাবিক, তাই নয় কি? কিন্তু এই সংবাদ যখন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছল, তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন।

'আব্বাস' যদিও ছিলেন কাফেরপক্ষের বন্দি, কিন্তু তিনি নবিজির চাচাজানও ছিলেন। প্রিয়তম নবিজির মন বলছিল, আমার চাচা একদিন ঠিকই আসবেন ইসলামের ছায়াতলে। তাই আনসারি সাহাবির হত্যার হুমকিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেজায় কষ্ট পেলেন। ঘুমও হলো না সারারাত।

নবিজি কিন্তু চাইলেই পারতেন সঙ্গে সঙ্গেই আব্বাসকে ছাড়িয়ে আনতে। চাইলেই পারতেন হুমকি দেওয়া আনসারিকে পাকড়াও করতে। চাইলেই পারতেন। কিন্তু হৃদয়ের কথা শুনতে গিয়ে বেইনসাফি করবেন কী করে? তিনি তো পৃথিবীর সবচাইতে সেরা মানুষ। হৃদয়ের হাজার কষ্টকেও তিনি দাফন করতে পারেন ইনসাফের খাতিরে। তিনি সইলেন, বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখল, সত্যিকারের মানুষ কেমন হয়!

সকালে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে নবিজি বললেন সেই কথা। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শুনলেন, নবিজি হজরত আব্বাসের চিন্তায় সারারাত ঘুমাননি, তখনই তার হৃদয়ে যেন নেমে এল এক পৃথিবী দুঃখ। তিনি কান্নাভেজা চোখে অনুমতি চাইলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি কি আনসারিদের কাছে যাব? নিয়ে আসব হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে?'

নবিজির চেহারা যেন কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হৃদয়ের ভার যেন কমে গেল অর্ধেক। তিনি মুখটা খুলে শুধু বললেন, 'হ্যাঁ, যাও।'

এই দুটি শব্দে কী এমন ছিল?

অনেক কিছুই ছিল। ছিল ব্যথা দূর হওয়ার ভাবনা। ছিল স্বপ্ন জেগে ওঠার কল্পনা। ছিল আল্লাহর রাসুলের সন্তুষ্টি। ছিল এক সুন্দর হৃদয়ের পরিতৃপ্তি।

সকল অনুভব হৃদয়ে ধারণ করে হজরত উমর গেলেন আনসারিদের কাছে। প্রথমবার তিনি স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'আব্বাসকে ছেড়ে দাও'।

আনসারিরা বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমরা তাকে ছাড়ব না।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার বললেন, 'যদি তাকে ছেড়ে দিলে আল্লাহর রাসুল খুশি হন, তাহলে?'

মুহূর্তেই যেন বদলে গেল পরিবেশ। আনসারিদের রাগান্বিত মুখগুলো হয়ে এল কোমল। কণ্ঠে নেমে এল রাজ্যের নম্রতা। পরিস্থিতি যাই হোক, আল্লাহর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য সব করতে পারি—এ অনুভূতি যেন বিনয় হয়ে ফুটে উঠল তাদের চেহারায়। তারা বললেন, 'যদি তাকে ছেড়ে দিলে আল্লাহর রাসুল সন্তুষ্ট হন, তাহলে তাকে নিয়ে যান।'

শুধু রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য কত উত্তাপময় এ পরিবেশ কত সুন্দরভাবে শান্ত হয়ে গেল! এমন দৃশ্য কি আগে দেখেছে কেউ? এমন কি আগে ঘটেছে কখনো?

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত আব্বাসকে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। পথে কাতর চোখে তিনি একবার তাকালেন হজরত আব্বাসের দিকে। এই মানুষটার জন্য সারারাত না ঘুমিয়ে ছিলেন আল্লাহর রাসুল! এত সম্মানিত এই মানুষটি কি নিজের অবস্থান জানেন কভু? হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হৃদয়খানি যেন কেমন করে উঠল।

তিনি হজরত আব্বাসকে বললেন, 'আব্বাস, আপনি ইসলাম গ্রহণ করে নিন। আল্লাহর শপথ, আমার বাবা ইসলাম গ্রহণ করলেও আমি এত খুশি হব না, যতটা খুশি হব আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে।'

আব্বাস অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন শূন্যে। কী যেন ভাবছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে যাচ্ছেন, 'আমি আপনার মুসলমান হওয়াকে এত পছন্দ করি শুধু একটাই কারণে। তা হলো, আমার প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি আপনার ইসলাম গ্রহণের জন্য কতটা আগ্রহী!'

হজরত আব্বাসের চেহারায় না-বলা বিষণ্নতারা জেগে উঠল। দৃষ্টিরা হারিয়ে গেল নীলাভ শূন্যের মাঝে। হৃদয়ে হাহাকার জেগে উঠল। হয়তো এই ভাবনাই তীব্র হতে হতে একসময় তাকে এনেছিল ইসলামের ছায়াতলে। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

জান্নাত ভি লাগে আধুরা

আরবের রুক্ষ মরুতে বাস করত এক ব্যক্তি। আল্লাহর রাসুলকে সে ভালোবাসত পাগলের মত। নবিজিকে এক পলক দেখার জন্য ছুটে আসত ঘর থেকে। নিজের জীবনেরও পরওয়া করত না সে।

একবার লোকটি তৃষ্ণার্ত চেহারায় ছুটে এল নবিজির কাছে। নবিজির হাসিমাখা চেহারা দেখে তার ঠোঁটেও হাসি ফুটে উঠল। বড় আবেগ মেখে সে বলল, 'হে প্রিয় রাসুল, আমি আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসি। আমার প্রাণের চেয়েও বেশি। আমার সন্তানদের চেয়েও বেশি।'

সরলতায় মেখে ওঠে তার কণ্ঠ, 'আমি মাঝে মাঝে ঘরে থাকি। আর মনে পড়ে আপনার কথা। তখনই অস্থির হয়ে যাই! ছুটে চলে আসি আপনার কাছে। আপনার নুরানি মুখখানি না দেখলে আমার অস্থিরতা দূরই হয় না।'

ভালোবাসা আর তৃষ্ণা ফুটে ওঠে তার শব্দমালায়, সে বলতে থাকে, 'ওগো আল্লাহর রাসুল, আমি তো একদিন মারা যাব। এই পৃথিবীতে চিরকাল থাকব না। আপনিও একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে জান্নাতে চলে যাবেন। আমি যদি তখন জান্নাত পেয়েও যাই, তবুও তো আপনাকে পাব না! আপনি তো বড় জান্নাতে থাকবেন। আর আমি পড়ে থাকব ছোটখাটো কোনো এক জান্নাতে! আপনাকে কীভাবে দেখব? আপনাকে দেখতে না পেলে সে জান্নাতে আমার মন বসবে কী করে?'

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদয়ভরে শুনছিলেন লোকটির কথা। তার সরলতা ও ভালোবাসা দেখে নবিজি খুশি হলেন। ভেবেছিলেন কিছু বলবেন তাকে। কিন্তু কী বলবেন? আল্লাহর দেওয়া অহি ছাড়া তো কিছুই বলেন না তিনি।

মুহূর্তকাল দেরি হলো না। মহান আল্লাহ তার প্রিয় হাবিবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে। ফেরেশতা জিবরাইল নিয়ে এলেন একটি আয়াত, একটি অহি। সুরা নিসার ৬৯ নম্বর আয়াত সেটি।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ.

‘যারা আল্লাহ ও রাসুলের অনুসরণ করবে, তারা সেসব মানুষদের সাথেই থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন, অর্থাৎ নবিগণ, সিদ্দিকগণ, শহিদগণ ও নেককারগণ।

আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন। দৃষ্টিজুড়ে তার সে কী মায়া! কোমল কণ্ঠে নবিজি তাকে বললেন, ‘তোমার প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তাআলা একটি আয়াত নাজিল করেছেন।’

লোকটির চোখেমুখে তখন এক পৃথিবী খুশি নেমে এল। সহস্রকাল তৃষ্ণার্ত মুসাফির যেভাবে পানি পান করে, সেভাবে সে তাকিয়ে রইল নবিজির দিকে। নবিজি তখন সুন্দরতম কণ্ঠে তিলাওয়াত করে শোনালেন আয়াতখানা।

লোকটির মুখজুড়ে ছড়িয়ে গেল প্রশান্তির হাসি।

ভালোবাসা যেমন হয়

আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতটুকু ভালোবাসি? কতটুকুই বা ভালোবাসতে পেরেছি? এই গ্রাম্য লোকটির মতো কি একবারও ভেবেছি?

একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি এল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। নবিজিকে দেখে তার ঠোঁটে ফুটে উঠল প্রশান্তির হাসি। দুচোখ জুড়ে ভেসে উঠল খুশির তারারা। নবিজিকে জিজ্ঞেস করল সে, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কিয়ামত কবে আসবে?— উৎসুক তার কণ্ঠ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। যেন জোয়ারের জলে ভেসে আসছে খুশির জলতরঙ্গ। কোমল কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোমার ভালো হোক। তো কী প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছ তুমি কিয়ামতের জন্য?'

খানিকটা মলিন দেখায় গ্রাম্য ব্যক্তিটির মুখ। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চেহারা। প্রশান্তিরা নেমে আসে তার শরীরে। আনন্দিত কণ্ঠে ভেসে আসে জবাব, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, তেমন কোনো প্রস্তুতি তো নেই আমার! তবে আশা আছে বুক ভরা। কারণ, আমি আপনার সেই কথাটি শুনেছি, 'তুমি এখানে এই দুনিয়ায় যাকে ভালোবাসবে, কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে।' এই একটি বাণীই আমার আশা-ভরসা।

কণ্ঠে জোর বেড়ে যায় লোকটির, 'হে প্রিয় রাসুল, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, আপনাকে ভালোবাসি। আমি জানি, আপনার কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। আমি এও জানি, আপনি কখনো জাহান্নামে যেতে পারেন না। তাই আমি বড় আশা করে বলতে পারি, কিয়ামতের জন্য আমার সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি হলো আপনাকে ভালোবাসা।'

হাদিসের কিতাবে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন নবিজির প্রিয় সাহাবি হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। ঘটনার পর তিনি বড় আবেগময় একটি কথা বলেছেন। কথাগুলো আমাদের হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন, 'নবিজি যখন বললেন, তুমি এই পৃথিবীতে যাকে ভালোবাসবে, কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে, তখন আমার এত বেশি আনন্দ লেগেছিল, যা অন্য কোনো সময় অনুভব হয়নি। কারণ, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে মুহাব্বত করি। তাই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কিয়ামতের দিন তাদের সাথে জান্নাতেই থাকব আমি।'

নবিজির অন্য এক সাহাবি, হজরত আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু। নবিজির এই হাদিসটি শুনেছিলেন তিনিও। তার মনে উঁকি দিল এক প্রশ্ন। তিনি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এলেন নবিজির কাছে। মুখে তার এক চিলতে হাসি। গুনগুনিয়ে উঠল তার কণ্ঠ, 'হে আল্লাহর নবি, আমরা যদি আপনাকে ভালোবাসি, কিন্তু আপনার মতো আমল করতে না পারি, তবুও কি আমরা আপনার সাথেই থাকব?'

আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশ্ন শুনে মুচকি হাসলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বললেন, 'যাকে ভালোবাসবে, তার সাথেই থাকবে।'

আবু জর এবার দিল খুলে বললেন, 'আমি আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসি।'

নবিজি তাকে আবার বললেন, 'তুমি যাকে ভালোবাসবে, তার সাথেই থাকবে।'

তার অশান্ত মনের বে-চাইনি তবু দূর হয় না! আবার বললেন একই কথা, 'আমি আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসি।'

নবিজি মুচকি হেসে আবারও একই জবাব দিলেন। সাহাবি আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার থামলেন।